মাধবীদের ঈশ্বর - ১৪

মেয়ের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না অবনী। আসলে এর উত্তর ঠিক কি হতে পারে সে নিজেই জানে না। তার মনে পরে কদিন আগে সকাল বেলা সেলিনার দাদী এসেছিল তাদের এদিকে। যে ঘটনা সচরাচর ঘটে না। বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রেনুবালার উদ্দেশ্যে হাক ডাক করছিল।
রেনু ! রেনু !বাড়িত আছনি ? ও রেনু.....।

রেনুবালার পিছু পিছু অবনী রাস্তায় ত্রস্ত হয়ে বেড়িয়ে এসেছিল।
ইখানো কেনে ঠাকুরাইন, ভিতরে আউকা। শরীল গতর বালানি?

গোসাইর বাড়িত গেছলামরে। আছি বালা। বাড়ি ভরতি গাছ-গাছালী। কত ফলর গাছ। এত শখ করিয়া কিনছিলাম। ওই হারামজাদা হান্নানটায় চুরি করিয়া অর্ধেক সাফ করি লায়।
বিড় বিড় করে আরও কি সব বলেন সব বোঝা যায় না।

অবনী জানে কিছুটা। সেলিনারা বাড়ি কিনে নেওয়ার পর থেকে হান্নান সে বাড়ি পাহারা দেয়। পাহারা মানে দেখাশুনার কাজ আর বাড়ির নানা জাতের ফল-ফলাদি সময় সময় সে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। বাড়ির একটা ঘরে সংসার পেতে বসেছে সে। তিনটা ছাওয়াল খালি ঘ্যান ঘ্যান করে মায়ের চারদিক ঘিরে। লোকে বলে হান্নান বেটার কপাল খুলেছে। অবনী মাঝে মাঝে বাড়ির সামনে ঘুরে-ফিরে দেখতে যায়। উদ্দেশ্য কিছুই না। শুধুই দেখা। সে সব কথা কিছু মুখে না এনে বলে,

অয় ঠাকুরাইন ! বাড়ি তো নায় য্যান ফলর বাগান। বড় বালা লাগে দেখলে ।
রেনুবালার ট্যারাচোখে তাকানো দেখে অবনী মুখ বন্ধ করে ফেলে তড়িঘড়ি।
সেলিনার দাদী জীবনে দু'এক বারের বেশী এদিকে আসেননি।
তোর বাড়িটাও খুব সুন্দররে অবনী !

অবনী লজ্জা পেয়ে বলে
কিতা কইন ঠাকুরাইন ! আমার আর বাড়ি !
তিন মেয়ে অবাক চোখে সেলিনার দাদীকে দেখে। কি সুন্দর ধবধবা সাদা তাঁর শাড়ি। এমন নয় যে ওরা সেলিনার দাদীকে আজ নতুন দেখল - তবু এই মুহুর্ত্যে তাদের মা বাবার সাথে উঠোনে তাঁকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে মনে হয় যেন নতুনই দেখছে। রেনুবালা কথাটি মুখে আনার আগেই মালতী দৌড় দেয় ঘরের ভিতর। একটা জলচৌকি এনে সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে।
অবনী বলে
ইখানো দেস কিতা ? যা কাঠল গাছর ছায়াত রাখ।

মালতী নির্দেশ পেয়ে তাই করে। তিন বোন দাঁড়িয়ে থাকে আশে পাশে যাতে করে ভালো মত সম্পুর্ণ দৃশ্যটা দেখা যায় ! মনের ভিতর তিন বোনেরই বেশ একটা সুখ সুখ ভাব খেলা করে।
এমন মানী মানুষ কেউ তাদের বাড়ি সাত জনমেও ঢুকে কি না সন্দেহ ।
সেলিনার দাদীর এসবে মন নেই। তিনি বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। তার দুই পাশে অবনী আর রেনুবালাও ঘুরে। তারা ঠিক বুঝে পায় না কি দেখাবে আর কোন দিকে নিয়ে যাবে ।
এক সময় ঘরের পিছনে তেতুল গাছটার তলায় গিয়ে তিনি থামেন। ঘাড় উচু করে গাছটা দেখতে দেখতে গলার সুর মিহি করে বলেন
ও অবনী....।
জী কউকা।
তোমরা ইন্ডিয়াত গেলেগি আমারে বাড়িটা বেচিয়া যাইচ। দেখিচ কইলাম আর কেউরে দিচ না !
মনে থাকে য্যান !
অবনী রেনুবালার চেহারা দেখার চেষ্টা করে। সে বেশ পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। শুনতে পেয়েছে কি না কে জানে ! অবনীর মাথাটা ভোতা ভোতা ঠেকে। কথাটা ঠিকঠাক মত শুনেছে কি না ধন্ধ লাগে। অসহায় ভাবে রেনুবালাকে দেখে। ও যদি কিছু একটা উত্তর দেয় তাহলে সে বেঁচে যায় এ যাত্রা।
অবনীকে চুপ থাকতে দেখে সেলিনার দাদী ভ্রু কুঁচকে বলেন,

কিতা চিন্তা করছ অবনী ? কিছু মাতচ না য্যান?
কিছু নায় ঠাকুরাইন !
বালা দাম দিমুনে বুঝচসনি ? চিন্তা করিছ না !
কি বুঝে আর না বুঝে সে দিকে আর সেলিনার দাদীর তেমন একটা খেয়াল নেই। তিনি ধরেই নিয়েছেন অবনী দাম দরটা নিয়েই যা শুধু একটু ভাবছে এই যা !তা তাদের থেকে দাম আর কে বেশী দেবে। গ্রামে এমন কেউ কেউ আছে দাম দেওয়া তো দুরের কথা, কোন মতে ফাও হাতিয়ে নেওয়ার তালে আছে। এত দিন যে নেয়নি এই তো অবনীর ভাগ্য !তাই সময় থাকতে অবনীর সাথে কথা পাকা করে নেওয়ার পক্ষে তিনি।
গাছের তলায় তলায়, সামনে পিছনে হাটতে হাটতে এসব কথাই বোঝান তিনি। রেনু প্রথমে কিছু না শুনলেও পরে সবই শুনেছে।

সেলিনার দাদী সেদিন চলে গেলে রেনু অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল তেতুল তলায়। অবনী অবস্থা বেশী সুবিধার নয় দেখে খানিক পরই বেড়িয়ে পরেছিল রাস্তায়। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হলে বাড়ি ফিরেছিল। ভয় ছিল না জানি বাড়ি ঢুকলে রেনুবালা কি কান্ড ঘটায়। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখে রেনু একমনে কি একটা কাজ করে যাচ্ছে। অদ্ভুত সুনসান চারিদিক। মেয়েগুলো গেলো কোথায় ?
প্রায় টিপে টিপে আধো অন্ধকার ঘরটায় পা ফেলে অবনী। রেনু মুখ তুলে তাকায়। ভাবলেশহীন মুখের চামড়ায় কি যে খেলা করে কিছুই ঠাহর করতে পারে না।

ইতা গেল কই? কোনটারে দেখরাম না যে !

সেলিনার দাদীয়ে খবর পাঠাইছইন যাইবার লাগি।
কেনে ?
তান মেয়ে পোয়াতি। বাপর বাড়ি আইছইন আইজ । পুরান শাড়ি দিয়া খেতা বানাইবা, এর লাগি শাড়ি আনত গেছে।
অহ ! তিনটারে যাইতে দিলায় কেনে ?
কেনে, কিতা অসুবিধা ? রেনুর গলার ঝাঁঝ টের পেয়ে অবনী তাড়াতাড়ি বলে
অসুবিধা কোনতা নায়। এমনেই কইলাম !

সেদিন সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকলেও রেনুবালা আশ্চর্য্যরকম নীরব ছিল। কিছুই বলেনি। একটি শব্দও না। অবাক হয়েছিল অবনী। তাহলে কি রেনু আগে থেকেই জানত সেলিনার দাদীর মনের কথা ? অনেক রাত পর্যন্ত দাওয়ায় বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছিল। রেনু দু'বার কাজের উছিলায় ঘুরে গেলেও কেউ কোন কথা উঠায়নি। অবনীর না হয় সাহস ছিল না কিন্তু রেনু ? সে কেন কিছুই বলল না !
তিন চার দিন চুপ থেকে একদিন রাতে অবনী উসখুস করতে করতে বলেই ফেলে
সেলিনার দাদীর কতা হুনিয়া কিচ্ছু মাতলায় না যে !
কিতা মাততাম ?
কিতা মাততাম ! কও কিতা? তোমারে আগে কইছইন নি? ভাবে সাবে তো মনে লয় তুমি আগে জানতায় !
রেনু ভাবলেশহীন চোখে তাকায়। তাকিয়েই থাকে। অনেকক্ষন।
কিতা অইল ?
অয় জানতাম !
কিছু কইলায় না আমারে ?
হুনিয়া তুমি কিতা করলায় নে?
অবনী চোখ নামিয়ে নেয়। সত্যি তো ! এ কথার তো আসলেই কোন উত্তর নেই। সে কিছুই করত না শুনে । এমন কি কিছু একটা বলতে হবে এই দায় এড়াতে রেনুর সামনে থেকে যে কোন অজুহাতে সরে যেত !
অবনীকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে রেনু নীচু স্বরে প্রায় শুনা যায় না এমন ভাবে বলে

আরও একদিন তারার বাড়িত কইছইন ! তান মাইয়ার লাগি কিনতা চাইন (কিনতে চান)!
জামাইর অবস্থা বেশী বালা নায়। তারাই সায় সাজ্য করইন সব সময়।

ওহ !
আমি কইয়া দিচি আমরার বাড়ি বেচতাম নায় ঠাকুরাইন ।
তে আইজ যে আইল ! কিছু আর জিজ্ঞেস করবে না ভেবেও প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।

আমি কিতা জানি !
খেকিয়ে উঠতে গিয়েও কেন যেন ধরে আসে গলা। রেনুবালা নীরবে উঠে যায় অবনীর সামনা থেকে।
মাঝে চলে গেছে আরও ক'টা দিন। কেউই আর এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্চ করেনি। না

রেনুবালা না অবনী। ওদিকে সেলিনার দাদীও কেন যেন আর কোন কথা উঠাননি। এর মধ্যে অনেকবারই রেনুবালা চিড়-মুড়ি নিয়ে সেই বাড়িতে গেছে, কখন ও মেয়েদের পাঠিয়েছে। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে প্রতিটা মুহূর্ত্য না জানি কখন আবার কি শুনতে হয়। সেলিনার দাদী যদি এক্ষুনই বাড়িটা নিয়ে নিতে চায় - তাহলে তাদের উপায় কি হবে ! ভাবতে ভাবতে শরীর হীমশীতল হয়ে এসেছে রেনুবালার। সেলিনার দাদী পাই পয়সা গুলো গুনে গুনে সাথে সাথেই রেনুবালার হাতে গুজে দেন প্রতিদিন। এ ব্যাপারে বুড়ি খুবই সচেতন। মাঝে মাঝে বাড়ির এটা সেটা ফল ফসল তুলে দেন তার হাতে। সংকোচ হলেও নেয় রেনু। ভিতরে ভিতরে খুশী উপচে পরে তার। এই জন্যই নিজে যেতে চেষ্টা করে । মেয়েগুলো গেলে তড়বড় করে চলে আসে। কতবার বুঝিয়েছে গেলে যেন তাড়া না দেখায়। রয়ে সয়ে জিরিয়ে আসে।

অবনী ভিতর ভিতর উসখুস করতে থাকে । রেনুবালাকে কথাটি বলতে গিয়ে ফিরে আসে। সাতপাচ ভেবে এক পা এগোয় তো পাঁচ পা পিছায়। কিছু বলতে গেলে রেনু আবার কোন কথা শুনায় কে জানে। আবার যদি বলে সেলিনার দাদী বাড়ি বিক্রি করে তাদের ইন্ডিয়ায় চলে যাবার জন্য তাগাদা দিয়েছেন - তাহলে সে কি উত্তর দেবে !

মিনতি আড়চোখে বাবাকে লক্ষ্য করে। অবনী যে বারকয়েক দাওয়া থেকে উঠে ঘরের ভিতর ঢুকে আবার বেরিয়ে পরেছে সাথে সাথে এসবই সে দেখেছে।

ও বাবা ইতা করো কেনে ?
কিতা করি ?
ঘরর ভিতরে হামাও (ঢোকা) আর বাড়ও কেনে ?
যা ভাগ ! বেশী বাড়ি গেচোছ ! হকলতাত (সবকিছুতে)খালি পটর পটর ! কাইল থাকি তুই আর ইস্কুলে যাইতে পারতে নায় !
অবনীর চিৎকারে ঘরের ভিতর থেকে রেনুবালা মাধবী মালতী সবাই বের হয়ে আসে। মিন তি যেমনি দাওয়ায় বসেছিল তেমনি বসে থাকে। বাপের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ যে সেই এটা বোঝতে পেরে চুপ করে থাকে।
রেনুবালা অবাক হয়ে অবনীকে দেখে।
কিতা অইল চিল্লাও কেনে ?
অবনী কাধে গামছা ফেলে হাঁটা ধরে।
মাতো না কেনে কিতা অইল ? রেনুর চড়া গলার প্রশ্নে থমকে দাঁড়ায় অবনী।
সেও স্বর উচ্চ রেখেই বলে
কিতা অইচে তোমার মাইয়ারে জিকাও !
বলে আর দাঁড়ায় না সে। মনে মনে হাফ ছেড়ে বাঁচে যাক নিজে থেকে আর বলতে হল না। এখন মেয়ের কাছ থেকে শুনুক পরে রয়ে সয়ে সে বাড়ি ফিরবে।

রাস্তায় বেড়িয়ে খানিক্ষন এদিক সেদিক ঘুরে কি মনে করে হাইস্কুলের পাশে চৌরাস্তার মোড়ের চা দোকানটায় গিয়ে বসতে প্রবল এক ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অনেকদিন ওদিকে যায় না। এখনকার তার ঘুরাফেরার সীমানা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পুবদিকে তমাল

তলা। শ্মশান পাশে বলে রেনু মাথার দিব্যি দিয়েছে ওদিকে যেন না যায়। উত্তর দিকে যায় কখন ও সখন ও। তাও বেশী দূরে নয়। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে কয়েক পা উত্তরে ঘুরলেই ঘন বাঁশঝাড় পেরিয়ে ধোপাপাড়া। সেখানেও তেমন কেউ নেই কথা বলার। পাচ সাত ঘর পরে আছে যাদের পরিবারে বুড়ো বুড়ি দু'চার জন ছাড়া কাউকে পাওয়া যায় না বাড়িতে। ধোপাপাড়া পার হয়ে সরু একটা খালের পাশে একটা বটগাছ আছে। পাতা নেই তেমন তাই ছায়াও দেয় না। তবু বটগাছের তলায় গিয়ে বসে থাকলে ভালো লাগে অবনীর। সামনের সরু একটা নালা থেকে সারাদিন পানির কল কল শব্দ শুনে ঝিমুনি ধরে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে স্বচ্চ পানির তলায় মাছেদের ঘুরাফেরা দেখা যায়। বড় ভালো লাগে দেখতে। সামনের দিকে অনেকক্ষণ তাকালে মাথাটা ঝিমঝিম করে। তখন চোখ বোঝে থাকলে আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

বট তলায় বসে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরে। উঠতে ইচ্ছে করে না। গাছের সামনে কোন পায়ে চলা পথ নেই তাই রক্ষা। মানুষ জন আজকাল ভালো লাগে না অবনীর। মানুষকে এড়িয়ে চলতে পারলে বেঁচে যায়।
সরু খালটার ওপাশে দিগন্ত প্রসারিত আবাদি জমি। বেশীর ভাগটাই খালি পরে থাকে। এখনও জমিতে কোন শস্য নেই। বহুদুরে আবছা নজরে আসে মুকুটপুর,কমলাকান্দি,জগৎপুর নামের গ্রামগুলো। এখান থেকে মনে হয় পাশাপাশি লেপ্টে আছে। একদিন ইয়াছিন এখানে বসে তার ভুল ভাঙ্গিয়েছিল।
তুমি কাকা কিচ্চু হিকলায় (শিখলায়) না !
কথাগুলো বলে তার সেকি হাসি।
এত হাসির কিতা কইলাম !
তুমি তো কাকীর আচলর তলা থাকি বাড়ই অও না হিকবায় কেমনে !
ইয়াছিনের দমকে দমকে হাসিতে বড় বিব্রতবোধ করে অবনী। লজ্জাও পায়।
মিনমিনে স্বরে লাজুক হেসে বলে

কিতা করতাম ! বাড়ি থাকি বেশী দুর যাইতে মন চায়নারে ইয়াছিন। আমি তো পথঘাটও কিছু চিনিনা। খালি মনে অয় আরাই (হারাই) যাইমু। আমার মার লাগি আরও ইলাখান অইচি। মায় কোনখান যাইতে দিত না। মনে করত আমি বাড়ি থাকি দুরে গেলেই আরাই যাইমু!

কথাগুলো এখন মনে পরতেই চোখ ভিজে আসে অবনীর। তার কপালটাই এমন। না পারল হারাতে না পারল জুত করে শিকড় ছড়াতে। সারাক্ষন এক টালমাটাল অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে। কাকে বলবে এসব। রেনুকে ভিতরের কাঁন্না দেখানো যায় না। কি হবে দেখিয়ে। কথা গুলো ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে হেঁটে চলে দোকানের দিকে । মনের ভয় মনের ভিতর চেপে রেখে এগুতে থাকে অবনী। গ্রামকে অর্ধেক ছিড়ে মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বড় রাস্তা। সেই রাস্তায় উঠতেই তার যত ভয় ! যতক্ষন রাস্তার এ পাশে আছে ততক্ষন মনে হয় গ্রামেই আছে। রাস্তায় উঠে ও পাশে পরলেই কেমন ভয় ভয় লাগে। কাপুনি ধরে। কার না কার সামনে পরে যায় কে জানে ! সারাক্ষন যেন ওই পাশে হইহল্লা লেগেই আছে। স্কুল দোকান হল্লা পাল্লা সবই ওইদিকে। আগে এত অচেনা অজানা মানুষ এই গ্রামে দেখা যেত না। এখন হর হামেশাই নতুন নতুন মানুষের দেখা মেলে!

ওইদিকে যেতে যেমন তার বুক কাঁপে তেমনি এ কথাও অস্বীকার করতে পারে না অবনী তার এক ধরনের ভালোও লাগে ! জীবনের উত্তাপ পাওয়া যায়। শীতের দিনে এদিকে আসলে শীতও মনে হয় কমে গেছে। কেমন গরম গরম লাগে ! সকালে ধোঁয়া উঠা চা খায় অনেকে। সে অবশ্য কখন ও খায়নি। এখন তো আর আসাই হয়না বলতে গেলে।

অনেক দুর চলে এসেছে।
দুরু দুরু বুক কাপে। একবার মনে করে ফিরে যাবে। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে আজ এতক্ষনে কই তেমন কাউকে তো নজরে পরেনি ! মানুষ জন সব গেলো কোথায় ! তারস্বরে গান নেই ! সাইকেল রিক্সার টুংটাং আওয়াজ নেই ! মানুষের হল্লা নেই ! নেই নেই ! কিছু নেই! গ্রামখানি যেন একা দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে !
ভাবতেই হঠাৎ ভীষণ আনন্দ হয় অবনীর। খুব ইচ্ছা করে একখানি গান গাইতে। অসহায়ের মত কিছুক্ষন কোন এক গানের লাইন মনে করার বৃথা চেষ্টা চালায়।

না পেরে আবার হাঁটা ধরে। ইয়াছিন থাকলে এখন ঠিকই গান গাইতে পারত। কত গান যে ইয়াছিনের কন্ঠে শুনত সে।
মিঠা মিঠা সব সুর। কখনও চোখ ভিজে যেত জলে।

সামনে চোখ পরতেই দেখে রশীদ তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে !
সে কখন যে রশীদের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করতে পারে না। মাথাটা এক্কেবারেই গেছে। এই জন্যই সে ভয়ে বেশী দুরে যায় না। রেনুবালা প্রায়ই খোঁচা দিয়ে বলে ,

কই যাইতে যে কই যাইবায় ! কোন দিন না আরবার আমারারেও ভুলি যাও !
খোঁচা হজম করে বরাবরই সে। অভ্যাস হয়ে গেলে কোন কিছুই গায়ে লাগে না।

কাকা বালা আছনি? ইকানো উবাইয়া কিতা দেখ !
সম্বিত ফিরে পেয়ে অবনী তড়িঘড়ি বলে
বহুত দিন পরে আইছিতো এর লাগি দেখি। আইচ্ছা মানুষজন গেলো কই - গাও দেখি একবারে খালি ?
ওহ হুনচ নানি ? ফুটবল খেলা চলের আমারার গেরামর লগে সারিয়াকান্দির । এর লাগি কেউরে দেখরায় না। দুইফরি সময় (দুপুরে) হকল সাফ অইয়া গেছেগি। যদি আমরা জিতি ফয়জুল গরু জবো করি খাওয়াইব এলান করছে ! আমি এই দোকানর লাগি যাইতাম পারলাম না । ইসরে ! ঠোটের ফাঁকে আফসোস ঝরে পরে রশিদের কন্ঠে।
অবনী কিছু বলেনা। অস্ফুষ্টে শুধু উচ্চারন করে
অহ !
কাকা চা খাইবায়নি ?
নারে পয়সা নাই।
ধুর কাকা ! কিতা কও পয়সা নাই ! এমনে দিমু তুমারে । খাও। দেখবায়নে চাঙ্গা লাগব খাইলে !

স্বপ্ন দেখছে নাতো ! অবাক হয় অবনী। এমন খাতির তো সে এর আগে কখনও রশীদের কাছে পায়নি ! কিছু বলতে গিয়েও বলে না। কি থেকে আবার কি হয়। আজ কপালটাতো দেখা যাচ্ছে তেমন খারাপ যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে বের হয়ে ভেবেছিল প্রথমে বটগাছ তলায়ই গিয়ে বসে থাকবে। পরে কি মনে করে এদিকে চলে এসেছে। ভালো দিনেই তাহলে এসেছে !

কিতা চিন্তা করো কাকা ?
কিচ্ছু নায়রে।
চা বানাতে বানাতে রশীদ গলার স্বর নীচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলে
ও কাকা হুনছোনি?
কিতা ?
তোমার তিন মাইয়া নায়নি?
অয়!
কাকা তুমি ইন্ডিয়াত যাওগি তারারে লইয়া !
অবনী বোকার মত তাকিয়ে থাকে । নড়েনা চড়েনা।
তোমার বালার লাগিই কইরাম কাকা ......!

চলবে ॥